সংবাদ

তারিখ ... 17 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...৩...

শালিখা (মাগুরা) : স্কুলে ভবন না থাকায় এভাবেই খোলা আকাশের নিচে লেখাপড়া করছে শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

মাগুরা রাঘব দাইড় মাধ্য. বিদ্যালয়

১৮ গ্রামের একমাত্র স্কুলে ভবন নেই : লেখাপড়া ব্যাহত!

লক্ষণচন্দ্র মন্ডল, শালিখা (মাগুরা)

মাগুরার শালিখার উত্তর পশ্চিম প্রান্তঘেঁষে রাঘব দাইড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। গ্রাম বাংলার এক অবহেলিত পল্লীর মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি অবকাঠামোগতভাবে চোখে পড়ার মতো না হলেও দরিদ্রপীড়িত বঞ্চিত পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষামুখী করতে এলাকার এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে হঠাৎ একদিন এলাকার কয়েকেজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ও শিক্ষিত সমাজ মিলে এলাকায় শিক্ষার আলো বিস্তার করার লক্ষে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলে। স্বপ্ন বাস্তবায়নে এলাকার অবহেলিত পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষামুখী করার পরিকল্পনা নেয় তারা। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বটবৃক্ষের মত ছায়া দিয়ে এলাকার আরো কিছু তরুণ-তরুণীদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।এই প্রতিষ্ঠানটি আজ এলাকার গর্ব বলে শালিখা উপজেলা তথা মাগুরা জেলার সর্বস্তরের মানুষ মনে করেন। এখানে শতকরা প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থী অতিদরিদ্র পরিবারের বলে জানা যায়। প্রতিষ্ঠানের নিজ অর্থায়নে গড়ে তলেন দুইটি টিন সেট বিল্ডিং। বতর্মানে প্রায় ৬০০ জন শিক্ষার্থী এখানে পড়াশুনা করছে। প্রধান শিক্ষক এস কে এম জহির উদ্দীনসহ প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ ও ম্যানেজিং কমিটির একান্ত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি ২০০২ সালে জুনিয়র এমপিও ও ২০০৪ সালে সিনিয়র এমপিও স্বীকৃতি লাভ করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও এসএসসি শাখারও অনুমতি লাভ করে। প্রতি বছর বিদ্যালয়টি থেকে অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পেরিয়ে কলেজ জীবনে প্রবেশ করছে। বিগত ২০ বছরে জেএসসিতে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ ও এসএসসির ফলাফলও খুবই সন্তোষজনক। অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে এখানে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। নিয়মিত পাঠ দানের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমও চলে আসছে দীর্ঘ দিন। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকগণ বিশেষভাবে ভুমিকা রাখেন। শালিখা উপজেলা থেকে ১৫ কিঃ মিঃ ও মাগুরা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দুরের চতুর্দিক বিভিন্ন গ্রামের সবুজের অরন্য গাছগাছালী দ্বারা বেষ্টিত বিদ্যালয়টি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুবই মনোরম। প্রায় ১ একর জমির মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ১৬, কর্মচারি সংখ্যা ৩ জন রয়েছে। কিন্তু শিক্ষক, কর্মচারি, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীদের জন্য অতি দুঃখের বিষয় দীর্ঘ প্রায় ২০০২ (জুনিয়র) ২০০৪ (সিনিয়র) বছরে প্রতিষ্ঠানটি এমপিও ভুক্ত হলেও এ পর্যন্ত সরকারি ভাবে প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ভবণ নির্মাণ হয়নি। এমনকি ২০০৯ সালে মাগুরা ১ আসনের সাবেক এমপি মরহুম প্রফেসর ডাঃ এসএম আকবর, ২০১১ সালে সাবেক সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আবু নাসের বাবলু, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহকারি একান্ত সচিব অ্যাডঃ সাইফুজ্জামান শেখর ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু পংকজ কুমার কুন্ডু এবং ২০১৭ সালে সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মো. রোস্তম আলী বিভিন্ন সময় প্রতিষ্ঠানে এসে সভা সমাবেশে প্রতিশ্রুতি দেন বিদ্যালয়েটিতে সরকারি ভাবে একটি নতুন ভবণ অতিদ্রুত করা হবে। অথচ মাসের পর মাস বছরের পর বছর, গেলেও এখন পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে কোন প্রকার ভবণ বাস্তবায়ন হয়নি বলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীরা জানান। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক এস কে এম জহির উদ্দীন বলেন-বিদ্যালয়টিতে সরকারি ভাবে ভবণের জন্য বারবার চেষ্টা করেও কোন ফল হচ্ছেনা। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থায়নে দুইটি ঘর করে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দান করানো হচ্ছে।শ্রেণী কক্ষ কম হওয়ায় অনেক সময় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের খেলার মাঠেও ক্লাস নিতে হচ্ছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়টিতে পর্যাপ্ত শ্রেণী কক্ষ না থাকায় ক্লাস নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিক্ষকদের। কখনও বা একই কক্ষে, কখনও বা বিদ্যালয়ের মাঠে বশে এসব ক্লাস চলছে। ঘরগুলো টিনের ছাউনী হওয়ায় শীতের সময় যেমন প্রচুর ঠাণ্ডা তেমনই গরমেও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। এসব সমস্যার সমাধানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সেই সাথে সরকারের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আশু দৃষ্টিসহ সকলের সহযোগিতাও কামনা করেছেন। উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠানটি মাগুরার সদর উপজেলার মধ্যে হলেও শালিখা উপজেলার দিঘোলগ্রাম, সর্বসাংধা, গজদূর্বাসহ প্রায় ১১টি ও সদর উপজেলার প্রায় ৭টি গ্রামের ছেলে মেয়েরা এখানে লেখাপড়া করে আসছে।